আজকের কাগজ

তারিখ ..2 4. NOV 1992
পৃষ্ঠা... ৪ ......কলাম ..২.. ...

স্কুলে ভর্তি সমস্যা ও শিক্ষা ব্যবস্থা

ইংরেজি বছর শেষ হতে না হতেই প্রতি বছর স্কুলে ছাত্র–ছাত্রী ভর্তির সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা, টেনশন, দৌড়াদৌড়ি ও ভোগান্তির সীমা থাকে না। একটা ভালো স্কুলে ছেলে বা মেয়েকে কোন অভিভাবক ভর্তি করতে না চান? কিন্তু মোটামুটি ভালো স্কুলগুলোতেও 'ঠাঁই নাই ঠাঁই ছোট এ তরী।' এ অবস্থার সুযোগ সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করছে বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম কিন্ডারগার্টেন বা 'এ' 'ও' লেভেল পর্যায়ের স্কুলগুলো। একটি মোটামুটি নামকরা কিন্ডারগার্টেনে 'প্লে গ্রুপ' বা 'নার্সারী' ক্লাসে ভর্তি করানোটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ঐ সব স্কুলে এক বছর, দু'বছর আগে থেকেই না–কি সব আসন 'বুক' হয়ে থাকে। এর পর হয়তো শিশু জন্মের আগেই কিন্ডারগার্টেন স্কুলে মোটা অংকের ডোনেশান দিয়ে, মোটা এ্যাডমিশন ফি দিয়ে ভর্তি করিয়ে রাখতে হবে! ধনীর সন্তানেরা মোটা টাকার বিনিময়ে কিন্ডারগার্টেন বা 'এ' 'ও' লেভেল স্কুলে পড়বে পরে আরো মোটা টাকার মাধ্যমে তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আরো পরে আরো অধিক টাকা খরচে তাদের অনেকেই হয়তো বিদেশে চলে যাবে আর যারা যাবে না তারা দয়া করে দেশে থেকে গেলেও সুবিধাভোগী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে। মনে হয় বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিলো ঐ ভাগ্যবানদের জন্যেই!

আমাদের আলোচনা ঐ ভাগ্যবানদের নিয়ে নয়, আমাদের বিবেচ্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ধারা প্রসঙ্গে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ধারা হল দেশের হাজার হাজার সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই স্কুলগুলোতেই দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থী শিক্ষার জন্যে ভর্তি হয়ে থাকে। এসব স্কুলের মান দিয়েই বাংলাদেশের শিক্ষার মান মূল্যায়িত হয়, আগে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ছিলো। এখন তার স্থানে প্রাথমিক স্কুল। স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলনের যুগে দেশের সর্বত্র অসংখ্য বেসরকারি স্কুল, কলেজ গড়ে উঠেছিলো। ঐ সব জাতীয় বিদ্যালয় আদর্শবাদী উচ্চ শিক্ষিত তরুণরা শিক্ষক হিসেবে যোগদান করতেন। ইংরেজ আমল পর্যন্ত ঐ ব্যবস্থা অটুট ছিলো কিন্তু পাকিস্তানী আমলে বিশেষত পঞ্চাশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে অসংখ্য অমুসলমান শিক্ষক দেশত্যাগ করে চলে গেলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ষাটের দশক থেকে উন্নতমানের স্কুল–কলেজকে প্রাদেশিকী করা বা সরকারিকরণ শুরু হয় তবে তার গতি ছিলো মন্থর। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর নতুন নতুন স্কুল–কলেজ প্রতিষ্ঠার এবং প্রতিষ্ঠিত স্বচ্ছল ঐতিহ্যবাহী স্কুল–কলেজগুলোর সরকারিকরণের প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়। বিভিন্ন জেলা শহরগুলোর নামকরা কলেজ যেমন, ঢাকা জগন্নাথ কলেজ, দৌলতপুর ব্রজলাল কলেজ, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজ, করটিয়া সাদত কলেজ, নারায়ণগঞ্জ তোলারাম কলেজ, বরিশালের চাখার কলেজ প্রভৃতি ঐ প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানী আমল থেকে শুরু করে বাংলাদেশ আমলের মধ্যে শুধু সরকারি হয়নি, বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও এমএ ক্লাসও খুলেছে। ঐ সব কলেজকে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বলা হয় যদিও প্রায় কলেজের এক সেট শিক্ষককেই উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য বিভাগে ও বিএ, বিএসসি, বিকম এবং অনার্স–ও এমএ–তে বিভিন্ন বিষয় পড়াতে হয়।

একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি সম্প্রতি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরকে মাধ্যমিক স্তরভুক্ত করার সুপারিশ করেছেন কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দুর্বলতা হলো প্রাথমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষাদানের নিম্নমান, যদিও বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন সরকার দিয়ে থাকে। সাধারণভাবে শিক্ষার প্রথম বা প্রাথমিক স্তরের মান যদি উন্নত করা না যায় তাহলে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি দুর্বল থাকে। বাংলাদেশে মনে হয় শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়ায় নয় আগায় পানি ঢালা হচ্ছে এবং অবধারিত ফলাফলও পাওয়া যাচ্ছে।